সাহিত্য-বিনোদন-বিচিত্রা

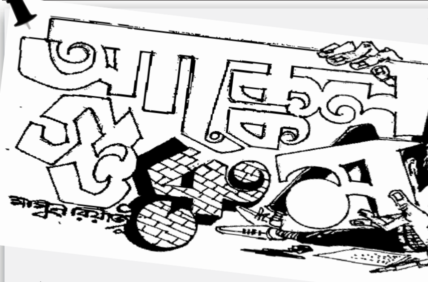

আক্কেল গুড়ুম

মামুন রিয়াজী

প্রায় ২৬ বছর পরে আবারও দেখা, ফেলে আসা কতো স্মৃতি, কতো ঘটনা আর হৃদয়ের ভালো লাগার অপেক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, হুদা আর জিতু। ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭। সকাল ৯:৩০ মিনিট। টম ব্রেডলি এয়ারপোর্ট, এল এ। আমার আঁকা ম হামিদ ভাইয়ের প্রতিকৃতি এবং পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জিতু এবং হুদা।

আমি ক্যামেরা নিয়ে রেডী টু গো। এক হাতে প্রতিকৃতি অন্য হাতে লিখা পোস্টার ''বাংলাদেশ টিভির ব্যক্তিত্ব ম হামিদ স্বাগতম, এল এ''। হ্যাঁ, আমি যার লিখছি তিনি একজন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সৈনিক। বাংলাদেশ থিয়েটার গ্রুপের চেয়ারম্যান, নাট্য আন্দোলনের প্রথম সারির একজন ব্যক্তিত্ব। অপরাজেয় ভাস্কর্যের অন্যতম সহযোগী এই ম হামিদ। আসলে যে কোন মানুষকে জানতে হলে ''রসুল (আঃ) বলেছেন, তার সঙ্গে ভ্রমণ করো এবং নিজের সময় অতিবাহিত করো তাহলে তুমি সেই মানুষকে জানতে পারবে''। বলা বাহুল্য আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থা থেকে শুরু এই পরবাসে পা রাখার আগ পর্যন্ত এই মানুষটির সঙ্গে অনেক সময় কেটেছে, পেয়েছি অনেক স্নেহ আর আনন্দ। সেই তাড়নাতেই ছুটে গেলাম তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে এল. এ এয়ারপোর্টে।

এই প্রথম ম হামিদের আমেরিকা ভ্রমণ। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে খবরটি পৌঁছে গেছে। নাট্যচক্রের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তারা সবাই মোটামুটি এক্সাইটেড হুদা, জিতু, শহিদ, বদি। হামিদ ভাই বাংলাদেশ থেকে স্থানীয় সবাইকে আমার ফোন নাম্বার দিয়েছিলো, সেহেতু অনবরত বিভিন্ন এলাকা থেকে ফোন আসা শুরু হলো।

সবার মধ্যেই আনন্দ, অনেক যুগ পেরিয়ে কখন যে এই ভালো লাগা মানুষটির সঙ্গে দেখা হবে। কতো গল্প, কতো স্মৃতি, পুরাতন দিনের বন্ধ ঘটনা, সুখ-দুঃখের স্মৃতি সব কিছু নিয়ে সবার মধ্যে আগ্রহের আকাংখা। যথারীতি সময়ে বাংলাদেশ থেকে 'ক্যাথে এয়ার লাইন্স' এসে পৌঁছেছে। আমরা ভুল করে টম ব্রেডলি টার্মিনালে দাঁড়িয়েছিলাম। হুদা দৌড়ে ইনফরমেশনে গিয়ে জিজ্ঞেস করাতে তারা বললেন, এখানে নয় চার নম্বর টার্মিনালে ক্যাথে এয়ার লাইন্স ল্যান্ড করেছে। শোনা মাত্রই ছুট দিলাম। চার নম্বর টার্মিনাল। সারিবদ্ধভাবে প্রচুর লোকজন অপেক্ষা করছে তাদের নিজেদের প্রিয়জনদের জন্যে। মাঝে গিয়ে আমরা তিনজন দাঁড়ালাম সেই পোস্টার দু'টো হাতে নিয়ে। উপস্থিত অনেক বাংলাদেশীরা আমাদের তিন জনার কান্ড দেখে ভাবছিলো, নিশ্চয়ই সামথিং স্পেশাল। ম হামিদ ভাইয়ের পোস্টার দেখে অনেক বাঙালী ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, এই কি সেই টিভির ম হামিদ। বললাম, জি।

--নিশ্চয়ই এতো দিনে বুড়ো হয়ে গেছে। গভীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্যাসেঞ্জাররা আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে অথচ হামিদ ভাইয়ের খবর নাই। আমরা তিনজন একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। হামিদ ভাইয়ের এই প্রথম এ দেশে আসা, না জানি ইমিগ্রেশনে কোন ঝঞ্ঝাট হলো নাকি। টেনশনে পড়াটা স্বাভাবিক। অপেক্ষা মানেই এ এক ধরণের অস্থিরতা। প্রায় অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আমরা তিনজন একত্রে চীৎকার করে উঠলাম, ঐ যে হামিদ ভাই। কাছে আসাতেই জড়িয়ে ধরলাম ২৬ বছরের স্মৃতির শ্রদ্ধা নিয়ে।

হুদা, জিতু সবাইকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। হাতে দু'টো পোস্টার দেখে খুশী হয়ে বললেন, একি চমৎকার জিনিস করেছো। নিশ্চয়ই এটা মামুনের কাজ। আমার পোর্ট্রেট পেলে কোথায়?

- মনের টান থাকলে ওটা মনের ভেতর থেকে এসে যায়, বললাম আমি। বেশ কিছুদূর হেঁটে গাড়িতে এসে বসলাম।

-- একটু কি বিশ্রাম নেবেন, না সরাসরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন। আজ এখানে আমাদের বাংলাদেশীদের বিজয়ের দিন। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত হতে হবে। পারবেন তো ?

-- নিশ্চয়ই, নো প্রবলেম, আই ক্যান হ্যান্ডেল, হামিদ ভাই বললেন।

সরাসরি আমরা সকাল ১২টায় বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল অফিসে উপস্থিত হলাম। মমিনুল হক বাচ্চু সহ অফিসের কর্মকর্তারা হামিদ ভাইকে স্বাগত জানালেন। উপস্থিত দর্শকদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুধী দর্শকরা হাতে করতালি দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন।

অনুষ্ঠান শেষ করে উপস্থিত হলাম বাংলাদেশ সেন্টারে বাংলা পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠানে। হামিদ ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে তিনি মুগ্ধ হয়ে বাংলা পাঠশালার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানালেন এবং ছোট্ট সোন-মণিদের বাংলা কবিতাসহ গানের প্রশংসা করলেন।

সারাদিনের শেষ অনুষ্ঠানটি ছিলো উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজিত বিজয়ের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পর্বে উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ডঃ হাসেম তাঁর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। ১৮-২০ ঘন্টা জার্নি করে সারাদিন এক নাগাড়ে রাত ১২টা পর্যন্ত হামিদ ভাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে ছিলেন। ক্লান্তি নিয়ে রাত ১টায় অক্সনার্ড শহরে এলাম।

দু'দিন পর শহিদ, জিতু, বদি ভাই উনারা হামিদ ভাইকে নিয়ে গেলেন মনোরো ভ্যালি মহল্লায়। দলে যোগ দিলেন মিজান শাহীন এবং শিউলি ভাবি।

২৪ ডিসেম্বর, ২০০৭। জনাব জাফর ভাই তাঁর সম্মানার্থে বাসায় এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব ফারুক সাহেবসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ভোজ সভার আয়োজন করলেন। সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাত ১১টা পর্যন্ত আমাদের সময় কাটলো। এরপর আর কি, সব কিছুইতো হলো। বাকি রইলো লাস ভেগাস। এই রাতে সুর উঠলো, উঠ ছেড়ি তোর বিয়া লেগেছে। কে কে রেডী টু গো লাস ভেগাস। মিজান শাহীন বললো কে কে যাবেন চলেন, অহনি যামু।

হামিদ ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো, যাইবেন নি অহনি।

হামিদ ভাই বললেন, আমি রেডী। জিতু, শহিদ হাত তুলে বললেন, আমরাও রেডী।

জুয়ার রাজ্যে ওরা ছুটলো সেই রাতে। সারা রাত ড্রাইভ করে পরের দিন ফিরে এলন এল. এতে। ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৭।

দুপুরে আমি স্টোরে কাজ করছিলাম। ফোনের রিং। পিকআপ করলাম।

-- হ্যাঁ মামুন কেমন আছো। ডলি কেমন আছে, কন্যাদ্বয়রা কেমন আছে।

-- ভালো, সবাই ভালো। আপনি কোথায় ?

-- বার ব্যাংক এয়ারপোর্টে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার উড়োজাহাজটি আকাশে উড়বে। মাহমুদ, বাবলু, জাহান, হুদা, শংকু, শহিদ, বাচ্চু, বাদল সবাইকে আমার হয়ে শুভেচ্ছা জানাবে, ভালো থেকো। ফোনটি হ্যাংআপ করলাম। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আমার আক্কেলে তখন একদিনের স্মৃতির সিডিটা অন করলাম। খুব এতোটুকুই ভাবলাম, হ্যাঁ আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুণীজনদের সম্মান দিতে জানি, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে জানি। ম হামিদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অতৃপ্ত মনের স্বপ্ন

চাঁদ সুলতানা মাহবুব কামরুন

গরীব কৃষকের কালো মেয়ে
বয়স বেড়েছে তার।
বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারে নাই
যৌতুক দেনা পাওয়ানা সে যে বড় ভার।
কত বিনিদ্র রজনী পার হয়ে যায়
চোখে নিঁদ নাই তার।
এ বাড়ি ও বাড়ি কত কথা হয়
বিধাতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস পথ চেয়ে রয়।
একদিন এক পালা গানের আসরে
কালো মেয়ে যায় সুরের সন্ধানে।
চোখে চোখ পড়ে বয়াতির চোখে,
মুগ্ধ নয়নে বয়াতী দেখে
একি চোখ না আলোচ্ছাটা ও দু'নয়নে।
পয়গাম যায় কৃষকের বাড়ি
কালো মেয়ে কান পেতে শোনে দিয়ে আড়ি।
আনন্দ উল্লাসে সে নাচে তা ধিন তা ধিন,
কৃষক ভাবে ধৈর্য্যের কি খেলা অপরিসীম।
ধান ক্ষেতে প্রজাপতি ও ফড়িংয়ের যেমন
মাতামাতি,
কালো মেয়ের ও বয়াতির প্রেম প্রীতি
তেমনি চলে সকাল দুপুর সারা রাতি।
বয়াতির সুরে মূর্চ্ছনা জাগে ডুগডুগির তারে,
নতুন প্রজন্মের স্বপ্নে ঘর বাঁধে চাপা ডাঙ্গার পারে।
একদিন কেন যেনো প্রকৃতি হলো যে বিমুখ,
সমুদ্র রুদ্রমূর্তিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো
কালো মেয়ের অতৃপ্ত মনের স্বপ্ন, কল্পনা, শান্তি ও
সুখ।

মেঘবালিকা

মনি

তুই আমার মেঘবালিকা, ময়ুরাক্ষি নদী
তুই আমার কঙ্কাপারের তিথি
তুই আমার অগোছালো জীবনে খুঁজে পাওয়া
অতসী।
রাত গভীর হয় গভীর, জন্মান্তরের সব পাপ
নিকোটিন থেকে হেরোইন
হেরোইন শেষে মাতাল
সেই রাতে কবিতা লিখা হয়
আমার কণ্ঠ ছিড়ে গলগল করে উগরে পড়ে
সব কবিতা
বান নামে দু'চোখে .. .. ..

অতসী আমার সব কিছুইতো নিয়ে গেলি, তবে
কবিতা গুলো রেখে গেলি কেন ?
অতসী শুনতে পায়না কারণ সে
আজ নীলাকাশের ঘুড়ি
আমি নির্জন রাস্তায় বেওয়ারিশ ঘুরি
আর অতসীর ভুল সেতারে সুর খুঁজি।
একটা ঘাসফুল, একটা গাংচিল,
একটা লাল বেগুনি প্রজাপতি
কখন যে হারিয়ে গেছে আমি তা জানতেও পারিনি
তবুও অবাধ্য হয়ে বিরহী মন
ত্রিভঙ্গ মুরারীর মতো বিরহ ছড়ায়
আর একলা আকাশে ঘুড়ি হয়ে উড়ে
উড়ে উড়ে বলে যায় বেদনার কথা
অতসী ভালোবাসা কারে কয় ?
যাতনা কারে বলে ?

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

কেমন হওয়া উচিত নিউ ইয়ার রেজুলেশন

কিডস্ কর্নারঃ

নিশাত মাসফিকা

শুরু হয়ে গেল আরেকটি নতুন বছর। পুরনো বছরের সব খারাপ দিক যেন আমাদের নতুন বছরকে একবিন্দুও প্রভাবিত করতে না পারে- এই হোক আমাদের সঙ্কল্প। সঙ্কল্প মানে জানো তো ছোটো বন্ধুরা? এর মানে হচ্ছে সিদ্ধান্ত। আমরা একে রেজুলেশনও বলতে পারি। তোমরা কি ঠিক করেছো কেমন হবে তোমাদের নতুন বছরের রেজুলেশন? যদি ঠিক না করে থাকো তাহলে এখনই ঝটপট ভেবে ফেলো কোন কাজটি কখন করবে। কিংবা কোন অবস্থানে তোমরা নিজেদের দেখতে চাও। আর এ সময়টি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য খুব ভালো একটি সময়। আমি তোমাদের কিছু আইডিয়া দিতে পারি। যেমন ধরো–

নতুন কিছু করার চেষ্টা করা

জীবনে ভালো কিছু করতে হলে কিছুটা কষ্ট তো করতেই হয়। সব সময় তাই চেষ্টা করা উচিত আমাদের চারপাশে সামান্য যা কিছুই ঘটুক না কেন তা থেকে ভালো জিনিসটা গ্রহণ করে নিজে নতুন কিছু করার চেষ্টা করা। প্রত্যেকের কিছু হবি বা শখ থাকে। যেমন কেউ পছন্দ করে ছবি আকতে, কেউবা গান, নাচ কিংবা কবিতা লিখতে। যে যাই করতে পছন্দ করো না কেন তোমরা সেই শখটিকে ভালোবাসতে চেষ্টা করবে এবং তা মন দিয়ে চর্চা করবে।

পড়ার জন্য পড়া নয়

লেখাপড়াকে নিতে হবে বিনোদনের অংশ হিসেবে। আমরা টেলিভিশন দেখে বা গান শুনে যেমন আনন্দ পাই তেমনি লেখাপড়াকে কষ্ট না ভেবে আনন্দের সঙ্গে পড়তে হবে। আরেকটি কথা পড়ালেখা করা জগৎকে জানার জন্য, নিজেকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য। একটি জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব যখন তারা শিক্ষিত হয়।

পরিবেশ বাচাও

একবার চিন্তা করো, আমরা যদি একবেলা না খেয়ে থাকি তাহলে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি, কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারি না। তারপর মোবাইল সেটের কথা চিন্তা করো- সেটাকে ঠিকঠাক রাখতে হলে প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যাটারি চার্জ দিতে হয়। আমাদের পরিবেশ ঠিক রাখতে হলে অবশ্যই আমাদের কিছু চার্জ দিতে হবে। এই যেমন ধরো যে যার সাধ্যমতো নতুন গাছ লাগাতে হবে, প্লাস্টিক বোতলে পানি নেয়া চলবে না, প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করা চলবে না।

বেশি বেশি খেলাধুলা

শুধু পড়াশোনা, স্কুল, টিভি আর কমপিউটারে গেমস খেললে কি শরীর ভালো থাকে? শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে বেশি বেশি খেলাধুলা করা উচিত। দৌড়াদৌড়ি করা উচিত। প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট হলেও হালকা-পাতলা ব্যায়াম করা শরীরের জন্য ভালো। তবে হ্যা এখন আমরা অনেকেই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি। তাই খেলাধুলা করতে গিয়ে যাতে আবার নিচতলার মানুষটির অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

নিয়মিত দাত ব্রাশ

প্রতিদিন কমপক্ষে দুবার দাত ব্রাশ করা জরুরি। শুধু কি তাই ঘড়ি দেখে পুরো দুই মিনিট ভালো করে ওপরে-নিচে ব্রাশ করতে হবে। তারপর সারা দিন যতো খুশি আইসক্রিম, চকোলেট খাও। নিয়মিত দাত ব্রাশ করলেই কেবল দাতের ডাক্তারের কাছ থেকে ছুটি নেয়া সম্ভব।

- ▸ নতুন কিছু করার চেষ্টা করা
- ▸ পড়ার জন্য পড়া নয়
- ▸ পরিবেশ বাচাও
- ▸ বেশি বেশি খেলাধুলা
- ▸ নিয়মিত দাত ব্রাশ
- ▸ মানুষের জন্য ভাবতে হবে
- ▸ কখনো নীরব দর্শক হবে না
- ▸ দিনে অন্তত একবার একসঙ্গে খাওয়া
- ▸ ধীরে চলো

মানুষের জন্য ভাবতে হবে

ছোটরাও অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে, তারাও আমাদের দেশে অসহায়, বঞ্চিত মানুষগুলোর পাশে দাড়াতে পারে। তোমাদের একসঙ্গে অনেক মানুষের দায়িত্ব একা নিতে হবে না। সব সময় চেষ্টা করবে যে যার সাধ্যমতো অবস্থানে থেকে অন্তত একজন অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে, তাদের সহযোগিতা করতে।

কখনো নীরব দর্শক হবে না

একবার দুই বন্ধু বিকালে হাটতে বের হয়েছিল। কথা বলতে বলতে তাদের খেয়াল ছিল না তারা পাহাড়ের একদম ওপরে উঠে গিয়েছে। এর মধ্যে একজন হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল পাশের খাদে। সেখান থেকে উদ্ধার করা তার বন্ধুর পক্ষে একদমই সহজ ছিল না। তখন বন্ধুটি নীরব দর্শক না হয়ে দৌড়ে বড়দের খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে ছেলেটিকে গভীর খাদ থেকে উদ্ধার করে। হ্যা বন্ধুরা, তোমাদের বলছি, তোমরাও এভাবে মানুষের বিপদে এগিয়ে আসবে। নিজে না পারলে বড়দের জানাবে। তবে কখনো নীরব দর্শক হবে না। আজ যদি তুমি কাউকে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করো, দেখবে সে-ও এক দিন তোমার বিপদে এগিয়ে আসবে।

আব্বু আম্মু সবচেয়ে বড় বন্ধু

আব্বু আম্মু সবচেয়ে বড় বন্ধু- এ কথা কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারো? দেখবে তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি বিপদের দিনে তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছে কিন্তু আব্বু-আম্মু কোনোদিন যাবেন না। তারা কখনো তোমার অমঙ্গল চান না। তাই আমাদের উচিত হবে তাদের ভয় না পেয়ে তাদের বন্ধু হিসেবে দেখা। তাদের কাছে কোনো কথা গোপন না রেখে সবকিছু খুলে বলা। দেখবে জীবন অনেকখানি সহজ হয়ে গিয়েছে।

দিনে অন্তত একবার একসঙ্গে খাওয়া

সারাদিন আমাদের স্কুল, হোমওয়ার্ক, গানের ক্লাস কতো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর ওপর তো বড়রাও তাদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই সবাইকে একসঙ্গে পাওয়ার একমাত্র জায়গা হলো ডাইনিং টেবিল। চেষ্টা করবে দিনে অন্তত একবার পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলতে। এতে পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা বাড়ে।

ধীরে চলো

আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়- এই প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আমাদের উচিত হবে কোনো কাজে তাড়াহুড়ো না করে সবকিছু ভেবে চিন্তে করা। সব কাজে যদি আমরা একসঙ্গে হাত দিই তবে কোনোটাই ভালোভাবে শেষ করতে পারবো না। তাই আগে একটি প্ল্যান চার্ট করবে তারপর আস্তে আস্তে প্ল্যানমাফিক এগোতে হবে। দেখবে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

সবশেষে বলবো ছোটরা হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই আমাদের আগামী দিনগুলো যাতে সুন্দর হয়, সহজ হয় সে জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার।

nishatmushfiqua@yahoo.com

নিউ ইয়ার যেভাবে এলো

নিউ ইয়ার বা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার উৎসবটি পৃথিবীতে বেশ পুরনো। প্রায় চার হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে এর প্রচলন দেখা যায়। আজ যেখানে ইরাক অবস্থিত, সে এলাকার নাম তখন ছিল ব্যাবিলন। নতুন বছরটি ব্যাবিলনের মানুষ নতুন চাদ দিয়ে হিসাব করতো। অর্থাৎ মুসলমানরা যেমন চাদ দেখে ঈদ বা রোজা ঠিক করে, অনেকটা তেমন। সেখানে বছর শুরু হতো বসন্তের শুরুতে।

ব্যাবিলনে বসন্তের শুরুতে ফসল হতো, ফুল ফুটতো। ফলে পুরো এলাকায় একটা নতুন চেহারা দেখা যেতো, যা নতুন বছরের শুরু হিসেবে ছিল চমৎকার।

ব্যাবিলনে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন হতো ১১ দিন ধরে। প্রতিটি দিনে আলাদা উৎসব হতো।

পরে রোমানদের বেলায় দেখা গেল, তারা মার্চের শেষ ভাগে নিউ ইয়ার পালন করতো। এখানকার একেক সম্রাট একেক রকম ক্যালেন্ডার করায় নববর্ষের দিনটি যেতো বদলে। এখানে চাদ ও সূর্যের হিসাবে বছর গোনা শুরু হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ সালে জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে বছর শুরুর সিদ্ধান্ত হলেও তা আবার বদলে যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার ১ জানুয়ারি নতুন বছরের সূচনা হিসেবে আবার চালু করেন।

এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় কারণে নিউ ইয়ার পালন করা জটিল হয়ে পড়ে। বর্তমানে যেভাবে নিউ ইয়ার পালিত হচ্ছে তার শুরু হয়েছে মাত্র ৪০০ বছর আগে থেকে।

নিউ ইয়ারের একটি বড় আকর্ষণ থাকে সারা বছরের জন্য রেজুলেশন-এক বা একাধিক প্রতিজ্ঞা করা। যেমন– কেউ কেউ নতুন বছরে এসে ঠিক করে, এ বছর সে ওজন কমাবে কিংবা বাবা-মায়ের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবে। ব্যাবিলনের মানুষের একটি সাধারণ রেজুলেশন ছিল ধার নেয়া কৃষি উপকরণ ফেরত দেয়া। নিউ ইয়ার পালনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। প্রাচীন ইজিপ্টে নিউ ইয়ারে একটি শিশুকে নিয়ে আনন্দ করা হতো। পরে এ ধারা ছড়িয়ে পড়ে অনেক দেশে।

নতুন বছরের শুরুর দিনে যা করবে বা যা খাবে সে কাজ সারা বছর করতে হবে কিংবা সারা বছরই সে ধরনের খাবার খেতে হবে বলে অনেকে বিশ্বাস করে। ডাচরা বিশ্বাস করে, বছরের প্রথম দিন ডোনাট খেলে সারা বছরটি ভালো যাবে। তবে এসব কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

নতুন বছরটিতে ভালো কিছু করার পরিকল্পনা এবং সে অনুসারে কাজ করতে পারাই হবে নিউ ইয়ার পালনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।(জেবা)

২০০৭-এ ইংলিশ ডিকশনারিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন শব্দ

মোহাম্মদ আরজু

ভাষার উদ্দেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা– এটি জানা কথা, পুরনো কথা। মনের ভাব প্রকাশে শব্দমালা সাজিয়ে রচিত হয় বাক্য, সব ভাষায়ই শব্দের আশ্রয় অভিধান (Dictionary)। তবে অভিধানে নেই এ রকম অনেক শব্দ মানুষের মুখের ভাষায় নিত্য দিন ব্যবহৃত হয় এবং এক সময় অভিধানেও জায়গা করে নেয়। কারণ ব্যাকরণের মতো অভিধানও ভাষাকে অনুসরণ করে।

ভাষা হিসেবে ইংরেজিও এর ব্যতিক্রম নয়। গত বছর বিখ্যাত অভিধান Collins English Dictionary-তে কয়েকশ নতুন শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্যাশন ও শো-বিজ নারীদের সংক্ষিপ্ত পোশাককে বেশ কয়েক বছর ধরে Size-Zero (সাইজ জিরো) বলা হচ্ছিল। কলিন্স ডিকশনারির বদৌলতে সাইজ জিরো শব্দটি এখন ইংরেজি ভাষার নিয়মিত শব্দ। ২০০৭-এর ৪ জুন প্রকাশিত ডিকশনারিটির সর্বশেষ সংস্করণে আরো যে শব্দগুলো প্রতিষ্ঠা পেল তার কয়েকটি হচ্ছে Wiki (উইকি), Plasma-Screen (প্লাজমা স্ক্রিন), Brain food (ব্রেইন ফুড) Seven-Seven বা ৭/৭, Beslan (বেসলান), Londonistan (লন্ডনিস্টান) ইত্যাদি। এছাড়া আছে, Hoodie (হুডি), Wag (ওয়েগ), Celebutantes (সেলিবিউটান্টেস) এবং Carbon of setting (কার্বন অফ সেটিং) Hoodie মানে হুড বা ঘাড়-মাথা ঢাকা যায় এমন জামা, Wag মানে ফুটবলারদের স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ড, Celebutantes অর্থাৎ হলো এমন সেলিব্রেটি তরুণী যিনি শুধু সুন্দরী নন ধনীও, Carbon of setting মানে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

মোট কথা Collins Dictionary-তে এমন কয়েকশ শব্দকেই ইংরেজি ভাষায় স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয়া হলো যেগুলো ইংরেজি ভাষায় কয়েক বছর ধরে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক/ লেখিকা, আপনাদের লেখা দিয়ে সাজানো হবে একুশের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি ও মাতৃভাষা দিবস বিশেষ সংখ্যা। আপনার লেখা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাস আগামী ৩১ জানুয়ারী, ২০০৮ এর মধ্যে একুশ-এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। ঠিকানাঃ Editor, Ekush, 6362 Hollywood Blvd., Suite 302, Hollywood, CA 90028, Fax 1-877-226-4524, email: editor@ekush.info | www.ekush.info | www.21tube.com

একুশ হোক আপনার মুক্ত চিন্তার প্ল্যাটফর্ম। মতামত বিভাগে আপনার লিখা, আপনার ভাবনা অনেককেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সাদা কাগজে হাতে লিখে আমাদের ফ্যাক্স করুন। আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দিতে ভুলবেন না। তবে নাম ছাপাতে না চাইলে আমাদেরকে বলুণ। আপনার পরিচয় কোনদিনই উন্মোচন হবে না। লিখুন আজকের ভাবনা বা গত দিনের অভিজ্ঞতা বা আগামীর পথ নির্দেশনা। আপনাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের খবরাদি ছবিসহ পাঠান। email: editor@ekush.info
ফ্যাক্স করুন ঃ টোল ফ্রী- 1-877- Bangla Info (1-877-226-4524)

ধারাবাহিক উপন্যাস (৭)

বসন্ত ছুঁয়ে যাক

মমতাজ শহীদ

শিরোনাম ঃ বসন্তের চিরকূট ঃ আমি একজন মানুষ আর তুমি নারী ।

ক এই সময়টাতে শোভনের সাহিত্যের পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করলেও মন ভরছে না। 'শেষের কবিতায়' কিংবা 'সুদর্শনায়'। কেনো যেন এই ভালোবাসার দ্বিখন্ডিতা - কেনো ? কেনো ? হঠাৎ করেই যদি হাত থেকে কাঁচের গ্লাস মেঝেতে পড়ে একটা ভীষণ শব্দ করে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কখনোই সেটা জোড়া লাগাবার সম্ভাবনা থাকে না। ঠিক তেমনি যেনো শোভনের হৃদয়ে ভালোবাসার আর্তিগুলো ছিন্ন ভিন্ন হতে হতে অতলে চলে যাচ্ছে যেখান থেকে আর কিছু ফিরিয়ে আনা যায় না। মন ভাঙ্গছে, মন গড়ছে, আশা নিরাশার বিষন্নতা সারাটা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। সেই মূহুর্ত আর মুহুর্ত থাকছে না। স্মৃতির দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে এক অনলে পোড়া দুঃখ। সেই স্মৃতি শুধুই অতীত হয়ে দুঃখ দেবে, সুখ দেবে না কখনো। দহন থেকে অনল, অনল থেকে অঙ্গার তারপর ভস্মতে রূপান্তরিত, সবশেষে নিঃশেষ হবে সেই চিহ্ন। অস্ফূট উচ্চারণে শোভন বলে ওঠে, আচ্ছা মানুষের হৃদয়ের ভেতরটা যদি সহজেই পড়ে নেওয়া যেতো, জানা যেতো সব অজানা আর বুঝে নেয়া যেতো সহজেই, সেই মানুষটি কি ওর জীবনবোধের পাশাপাশি এসে একই পৃষ্ঠায় পড়বে একই লাইন একই সাথে। না, তা হয়নি শোভনের জীবনের কিছু কিছু পর্বে। আর তাইতো ওর মন ক্ষত বিক্ষত এক না পাওয়ার বেদনায় আপ্লুত শোভন ভেবেছে একটা চিরকূট লিখবে শ্রাবণীকে। কিভাবে সম্বোধন করবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। বেশ ক'বার সম্বোধন করেও মন ভরছে না ওর আর তাই ছিড়ে ফেলছে চিরকূট বার বার। আরম্ভ করেও পরবর্তী লাইন কি লিখবে এ নিয়েও দ্বিধান্বিত আর বিমূঢ়। শেষ পর্যন্ত কি চিরকূট শেষ করতে পারবে ? আরম্ভইতো করতে সময় লাগছে অনেক, এবারেও আবার শুরু করে -

'ওগো প্রিয়া শোনো', আমি ভেবেছিলাম তুমি ভীষণ অন্য রকম কারণ তুমি লেখো, তুমি কবি, তুমি অনন্যা। তোমার দ্বিতীয় সত্ত্বায় আমি যে আমার সত্ত্বা রেখেছি, আমি চেতনে অবচেতনে প্রলুব্ধ তোমার কবিতায়, তোমার সাহিত্যের এক অনন্য বর্ণনায় যেখানে বসন্তের হলুদ কমলা পাতাদের প্রচন্ড এক তীব্র দহন। মাটির বুকই শুধু সেই মূল্যবোধে জড়িয়ে আছে আর আমি সেই অনুভবে অভিভূত আর একাত্ম আমার মন প্রাণ। আমি ভেবেছিলাম তুমি বৈশাখী মেলা থেকে আর দশটা নারীর মতো হাতের কঙ্কন কেনো না, পড়োনা তুমি পায়ে আলতা লাল রঙ। নূপুরে তুমি অসহ্য কিন্তু আমিতো দেখেছি তুমি নারী, নারীই। আর আমি একজন মানুষ। আমার পাঠানো ম্যাজেন্টা রংয়ের বেনারসী শাড়ি তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমি বিমূঢ়, আমি সুখবোধে অভিভূত। তুমি যে এসবের সব কিছুতেই আগ্রহী। তুমি যে প্রতিমূর্তি অবয়বে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, হাতে তোমার বকুল মালা, কণ্ঠে কদমের মণিহার। তুমি এলে নূপুরের রিনিঝিনি শব্দে আমার অবচেতনে। তুমি নিয়ে এলে এক প্রহর, এক হারানো চৈতন্য যেনো জড়িয়ে দিয়েছো তোমার স্প্রিচুয়াল আলিঙ্গনে। এইতো তোমায় আমি স্পর্শ করছি। এক আধ্যাত্মিক সম্মোহিত ক্ষণ যেনো মনে করিয়ে দিলো তুমি আমার সত্ত্বায়, একাত্ত্বতায় একাকার এই মুহূর্তে। তোমার গাঢ় বেগুনী শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ে উড়ে আমার দু'চোখ ছুঁয়ে দিচ্ছে। প্রেম যেনো অব্যক্ত কানায় ভেঙ্গে পড়ছে। তুমি যে এই সময়টাতে আমারই কাঁধে মাথা রেখে পৃথিবীর সবটুকু শান্তিতে আমায় বিশ্বাস করে নিজেকে অর্পিত করেছো। ওগো আমায় ভালোবাসতে দাও, সম্পূর্ণভাবে দাও।

আমি কন্যা সন্তান চাই শ্রাবণী তোমার কাছ থেকে। শোভনের অব্যক্ত কথাগুলো যেনো ধ্বনিত্ব হচ্ছে বন-বনান্তর, সমুদ্র, আকাশ ছুঁয়ে - এ কেমন ভালোবাসা। একি স্বপ্ন না সত্য। শোভন হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে। এরই মাঝে ওর মানসপটে ভাবন-ার অতলান্ত ঢেউ একের পর এক ছুঁয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণীর জন্যে এই গাঢ় অনুভব আর অনুভূতিটা যেনো দিন দিন গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হচ্ছে। সকালের সূর্য তখনো ভালো করে হলুদ রশ্মি ছড়ায়নি পুরো আকাশটাতে। হালকা ঠান্ডা থেকে গাঢ় ঠান্ডার পরশ এসে শোভনের মুখে ছুঁয়ে দেয়। প্রাতঃকালীন এই হাঁটাহাঁটিতে এসে গাছের পাতার রঙে ওর দু'চোখ থমকে যায়। অজান্তেই মন মানসিকতা সব যেনো নিবদ্ধ হয়। খুব একটা নিয়মিত হাঁটতে না এলেও জীমে অবিশ্যি যায় শোভন। শরীরের দিকটাতো প্রথমেই ভাবতে হয়। একবার শ্রাবণী ফোন করে যখন জেনেছিলো, শোভনের পা ফুলে ব্যাথা করছে, কষ্ট পাচ্ছে ও। এখনো মনে পড়ে সেদিনের তারিখটা ছিলো ২৫ মে, ২০০৭। শ্রাবণী ওকে জানিয়েছিলো ওরও নাকি একই রকম পায়ে ব্যাথা হয় মাঝে মাঝে। শ্রাবণী বলেছিলো শোভনকে, অন্তঃত পায়ের ব্যাথাটা বুঝতে পারো কেমন কষ্ট আর ব্যাথা, ভালোবাসার ব্যাথা না বুঝলে। আচমকা শোভনের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তবে কি শ্রাবণীকে ভালো না বাসলে ওর মন কষ্ট পাবে। অজানা এক বিষন্নতায় শোভন কষ্ট পেতে থাকে। অনুভূতিতে এক নিসর্গের পরশ। ও হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে। এ কার স্পর্শ, এ কার মন অবচেতনেই উপচে পড়া আলোড়ন ভালোবাসার। বসন্তের পরশ যেনো শোভনকে আচ্ছুত করে দেয়। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ঘরে ফিরে ও। হট বাথ নেয় শোভন। কিচেনে এসে এক পেয়ালা গরম চা তৈরী করে নেয়, সাথে মুড়ি আর সরষের তেল। ও লিভিং রুমে এসে বসে। সকালের প্রাতঃরাশটা একটু দেশীয় আমেজ এনে দেয়। মনে পড়ে গেলো আজ ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭ বিজয় দিবস। শোভনের হৃদয়টা এক বুক গর্বে আপ্লুত হলো। চায়ের কাপে ও ঠোঁট রাখে, এক উষ্ণ আমেজ আনে চায়ে। ধূয়োর কুন্ডলী মুখ ছুঁয়ে দেয়, এক বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয় শোভন। আজ যেনো ওর নিজের কাছে নিজেকে একাকী মনে হচ্ছে। বিষন্নতার বালুচরে এক উদভ্রান্ত নায়ক যেনো শোভন নায়িকার প্রতীক্ষায় ওর হৃদয় দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে, এ যেনো শ্বাশ্বতকাল ধরেই চলে এসেছে এই প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষা ওর নায়িকা শ্রাবণীর জন্যে, অন্য কারো জন্যে নয়। চৈতন্যের সিঁড়িতে শ্রাবণীর একটা হাত তুলে নেয় নিজের হাতে, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে শ্রাবণী শোভনের খুব কাছটিতে। সেই অজানা অচেনা সৈকতে শোভনের নেপথ্য কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো। শ্রাবণী তুমি কি সত্যিই আমার ? তবে কেনো অনেকেই চেনে তোমাকে, জানে তোমার কবিতাকে - কেনো ? কেনো ? এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

সেল ফোনের সুন্দর রিংটোন বেজে ওঠে। সেল ফোনের রিংটোন ওকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনলো চৈতন্যে হারিয়ে যাওয়া থেকে। চমকে ওঠে শোভন, ও কোথায় ? নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে রিসিভ করে কল।

- হাই শ্রাবণী।
-- হাই শোভন। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জেনো।
- তোমাকেই ভাবছিলাম শ্রাবণী।
-- সত্যিই, সত্যি। শোনো মনটা কেমন যেনো ওলোটপালোট লাগছে, যেনো এই মুহুর্তে আমি নিঃস্ব আর নিঃসঙ্গ এক নায়ক।
- কেনো কি হয়েছে তোমার ? কেনো এতো মলিন মন ? তোমার নায়িকাতো তোমার হৃদয়ে, অনুভবে বুঝে নাও।
-- আচ্ছা তুমি আমানকে চিনো। ও তোমাকে চেনে।
- হোয়াট ? আমান ? হবে হয়তো কোন পাঠক কিংবা লেখক।
-- আমান তোমাকে চেনে আর তোমার কবিতাকে ভালোবাসে, সেই সাথে তোমাকেও হয়তোবা।
- শোভন আমার মনে হয় তোমার ভুল ধারণা। একজন পাঠক কিংবা একজন লেখক অন্য লেখাকে কি প্রশংসা করতে পারে না বলো ?
-- শোনো তাহলে বলি, আমান আমার এক রকম বন্ধু বলতে পারো। সেদিন তোমার কবিতা পাঠ সিডিতে হচ্ছিলো। অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আমানও ছিলো, ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আরে এতো শ্রাবণীর কবিতা।
- কি যা তা বলছো।
-- হ্যাঁ, ঠিক বলছি। আরও বল্লো বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে তোমাকে দেখেছে।
- আচ্ছা শোভন, তুমি কি চাও না শ্রাবণীর লেখাকে কেউ ভালোবাসুক।
-- আমি এর উত্তর দিতে পারবো না, তবে তোমার সম্বন্ধে যদি বিরূপ কিছু বলতো ছেড়ে দিতাম না ওকে, জেনে রেখো।
- শোভন, শোভন, শোভন - ছেলেমানুষী করো না। তোমার কথা বলো, শুনি তুমি কেমন আছো। বাইরের প্রকৃতির রূপকে দেখো শোভন, তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।
-- তুমি কি করছো শ্রাবণী। আই মিন কি করবে এখন।
- ও, হ্যাঁ আমি গিটার ক্লাশে যাচ্ছি। মানে মিউজিক ক্লাশ আর আমার ক্ল্যাসিক্যাল গিটার, তুমিতো জানোই।
-- হ্যাঁ, তুমি বলেছো আর বলেছিলে তোমার ইন্সট্রাক্টরও খুব পজেটিভ মনের। ভালো থেকো শ্রাবণী। পরে কথা হবে, বাই।
- তুমিও ভালো থেকো, বাই।

সেল ফোন অফ হয়ে গেলেও শোভনের মনে অস্পষ্ট উচ্চারিত হতে থাকে শ্রাবণীর কণ্ঠস্বর। ধীর পায়ে শোভন উঠে এসে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে বাইরের প্রকৃতির অপরূপ রূপ। নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠে, দুর ছাই কেনো ওর মনের কথাটি স্পষ্টভাবে শ্রাবণীকে বলতে পারলো না। কেনো, কেনো ? আচ্ছা মানুষের মনের ভেতরের বক্তব্যগুলো কেনো অতি সহজেই বলে ফেলা যায় না। কেনো বলতে পারলো না শোভন শ্রাবণীকে একটা চিরকূট লেখা আরম্ভ করেছিলো, বলতে চেয়েছিলো, 'শ্রাবণী তোমার কাছে আমি কন্যা সন্তান চাই, দাও তোমার সম্পূর্ণ ভালোবাসা'। একজন মানুষের মনের গভীরে যেয়ে ওর ইচ্ছে হয় মনের সীমানায় কতটুকু সুখের দিগন্ত আর কতোটুকুই বা ভালোবাসার অঙ্গীকার। কিন্তু ও যে শ্রাবণীর হৃদয়ের পথে হেটে হেটে পৌঁছাতে পারেনি এখনো, কেনো ? হায় দুঃখ তুমি কেনো আমার ভালোবাসার পথ আড়াল করে রেখেছো।

শোভনের সাথে কথোপকথন শেষ করে শ্রাবণী ওর ক্লাশে যাবার প্রস্ততি নেয়। মনে পড়ে যায় ওর ইন্সট্রাক্টর এ্যাইলি'র কথা। সব সময় শ্রাবণীকে বলে তোমাকে সাকসেসফুল হতে হবে শ্রাবণী, সব সময় পজেটিভভাবে নেবে সব। ''ভালসে ডে অটামে''- অটাম ওয়ালটজ মিউজিক বাজাতে গিয়ে শ্রাবণী যেনো শোভনকেই মনে করতে লাগলো। শোভনের ভালোবাসা যেনো এক জীবনের বসন্ত - সবগুলো গিটার স্ট্রিং-এ সুন্দর ঝংকার উঠলো।

শোভন সত্যিই ওর দু'চোখ বাইরের প্রকৃতির বুকে নিবদ্ধ করলো - দু'চোখ মন প্রাণ দিয়ে দেখে নিলো সুন্দর পৃথিবীর রূপ। ওগো সুন্দর পৃথিবী, তুমি এতো সুন্দর - দূরের নীল আকাশে এ কেমন মৌনতার সীমাহীন এক সময়ের আবদ্ধতা। হঠাৎ করেই ওর ভাবনাকে স্তব্ধ করে দেয়। সেই স্তব্ধতার গভীরতাকে ছুঁয়ে দিয়ে উড়ে যায় এক ঝাঁক পাখি। স্বাধীনতায় দু'পাখা মেলে উড়ে যায় নিরুদ্দেশে। এক বলিষ্ঠতা ওদের, হয়তো ওদের নেই কোনো দুঃখ, নেই বাধা। অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতকে জয় করার এক পূর্ণাঙ্গ বাসনা যেনো ডেসটিনিতে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। সময় যেনো ক্রমশঃই শোভনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, 'শোভন তোমার বসন্তের চিরকূট লেখা শেষ করে ফেলো, বলে ফেলো তোমার মনের কথাটি। তুমি যে শ্রাবণীর কাছে কন্যা সন্তান চাও সেটা আজই তাকে জানিয়ে দাও'।

শোভন ওর হৃদয়ের খাতায় লিখতে আরম্ভ করে, আমি একজন মানুষ আর তুমি নারী শ্রাবণী। সেই মনের গভীরে ভালোবাসার পৃথিবীতে এখন বসন্ত বিরাজ। শোভন আরও লিখতে থাকে শ্রাবণী তুমি আমার, এ কথা কাকে বলি এক তুমি ছাড়া। গাছে গাছে হলুদ পাতার শিহরণ।

তোমার দু'চোখে আমার দু'চোখ রেখে দেখি
ভালোবাসায় লেখা এক সীমাহীন পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলতর উপন্যাস
তুমি আমার এক অখন্ড কাব্য - অন্তহীন প্রেম
এ কথা কাকে বলি, এক তুমি ছাড়া।
তুমি ভালোবাসা অমলিন - বসন্ত দিন
এক উন্মন সময় -
এ কথা কাউকে বোঝানো যাবে না, এক তুমি ছাড়া -
কদম বকুলের সুবাস তুমি, তুমি জীবন আমার
এ কথা কাকে বলি, এক তুমি ছাড়া।
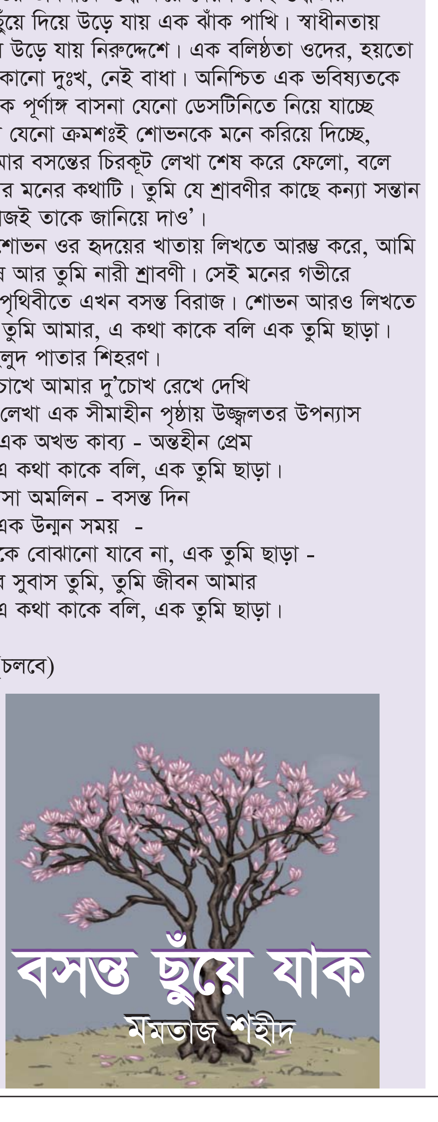
(চলবে)